দৈনিক সংবাদ

তারিখ 19 MAY 1987
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৪

২৮

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন শিক্ষা কমিশনের সমালোচনা করেছে

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন নবগঠিত শিক্ষা কমিশনের কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। সংগঠনের সভাপতি অধ্যাপক কে এ এম সাদউদ্দিন ও মহাসচিব অধ্যাপক সৈয়দ সফিউল্লাহ গতকাল সোমবার এক বিবৃতিতে বলেছেন, কি উদ্দেশ্যে নতুন শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে তা আদৌ স্পষ্ট নয়। যাদের দ্বারা কমিশন গঠিত হয়েছে তাদের ওপর আস্থা রাখা যাচ্ছে না। যিনি কমিশনের সভাপতি তিনি আইয়ুব

(শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষা কমিশনের সমালোচনা

(১ম পাতার পর)

আমলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন 'শক্তিমান শিক্ষক কর্মকর্তা' হিসেবে পরিচিত ছিলেন। পাকিস্তানী আমলের শেষ পর্যায়ে তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হলেও স্বাধীনতার পর তাকে সেখান থেকে অনানুষ্ঠানিকভাবে বিদায় নিতে হয়। শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠনের রূপরেখা প্রণয়নে নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতা তাঁর নেই, কমিশনের অন্য সদস্যদের অনেকের সম্পর্কেও আশাবাদী হবার কারণ নেই।

বিবৃতিতে বলা হয়, স্বাধীনতার পর একাধিক শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছিল; কিন্তু প্রতিবারই আর্থিক আনুকূল্যের অভাবে সেগুলোর ভালো সুপারিশগুলো বাস্তবায়িত হয়নি। সুতরাং নতুন কোন শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বিবেচনার পূর্বশর্ত হিসেবে জাতীয় আয়ের শতকরা ৮ ভাগ বরাদ্দ করার ইউনেস্কোর সুপারিশ অবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে। এজন্য অনুৎপাদনশীল খাত থেকে অর্থ সরিয়ে শিক্ষা খাতে আনতে হবে। বিবৃতিতে আরো বলা হয়, শিক্ষার অব্যাহত সম্প্রসারণ, গণতন্ত্রায়ন এবং উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন শিক্ষার বিকাশের জন্য অপরিহার্য। শিক্ষাকে উৎপাদনশীল খাত হিসেবে চিহ্নিত করে এই নীতিগুলোকে স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমেই নতুন শিক্ষা নীতি প্রণয়ন করা উচিত।

বিবৃতিতে আশা প্রকাশ করে বলা হয় যে, সরকার জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ, শিক্ষার আদর্শে অনুপ্রাণিত শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি শিক্ষা কমিশন গঠনে ব্রতী হবেন।